দৈনিক
ইত্তেফাক

24 MAY 2017

গৌরীপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় একজন শিক্ষক দিয়ে চলছে

■ গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

জেলায় গৌরীপুর উপজেলার সহনাটী আব্বাসিয়া কমিউনিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় একজন শিক্ষক দিয়ে চলছে। জানুয়ারি মাস থেকে এ বিদ্যালয়ের তিনটি শ্রেণিকক্ষে দুই শিফটে শিশু শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ১৪২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠদান করছেন একমাত্র সহকারী শিক্ষক শরিফা সিদ্দিকা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ১৯৯৬ সালে স্থাপিত বিদ্যালয়টির ২০১৫ ও ২০১৬ সালে পিএসসি পরীক্ষায় পাসের হার শতভাগ। নতুন শিক্ষক দেওয়া ছাড়াই জানুয়ারি মাসে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. ইলিয়াসকে বিভাগীয় প্রশিক্ষণে পাঠিয়েছে উপজেলা শিক্ষা অধিদপ্তর। এ সিদ্ধান্তে চরমভাবে ক্ষুব্ধ বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মহিবুর রহমান। তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষা দপ্তরের এমন উদাসীনতায় আমি হতবাক! তিনটি ক্লাস একজন শিক্ষক দিয়ে কিভাবে চলে— এমন প্রশ্ন তিনি এ সংবাদদাতার কাছে ছুঁড়ে দেন। তিনি জানান, ওই একজন শিক্ষক উপজেলা শিক্ষা অফিসে গেলে বিদ্যালয় থাকে বন্ধ। পাঁচ জনের এ বিদ্যালয়টিতে দায়িত্ব পালন করছেন শুধুমাত্র সহকারী শিক্ষক।

> জানুয়ারি মাস থেকে এ বিদ্যালয়ের তিনটি শ্রেণিকক্ষে দুই শিফটে শিশু শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ১৪২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠদান করছেন একমাত্র সহকারী শিক্ষক শরিফা সিদ্দিকা

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা জানান, এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দাবি দিয়ে একজন মামলা করেছে। যিনি এ বিদ্যালয় কোথায় তাও চিনেন না। বিদ্যালয়টিতে শিশু শ্রেণিতে ১৭ জন, প্রথম শ্রেণিতে ২৭ জন, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ২৯ জন, তৃতীয় শ্রেণিতে ২৬ জন, চতুর্থ শ্রেণিতে ২১ জন ও পঞ্চম শ্রেণিতে ২২ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। বিদ্যালয়টির এমন দুর্দশায় ২০১২ সালের নভেম্বর মাস থেকে স্বেচ্ছাশ্রমে প্যারাশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন গৌরীপুর সরকারি কলেজের স্নাতক সমাজকর্ম বিভাগের ছাত্রী ফারজানা আক্তার লিজা।

তিনি বলেন, এ গ্রামে আমার জন্ম। গ্রামের শিশুদের আলোকিত হওয়ার জন্য শ্রম দিচ্ছি, এটাই পরম তৃপ্তি। দুই মাস ধরে লিজার মতোই শ্রম দিচ্ছেন এইচএসসি উত্তীর্ণ তানিয়া সুলতানা। তিনি কলেজে গেলে ওই স্কুলে তালা ঝুলে বলে জানান। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শরিফা সিদ্দিকা বলেন, শিক্ষক শূন্যতার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসার জুয়েল আশরাফ জানান, সহনাটী আব্বাসিয়া কমিউনিটিসহ তিনটি বিদ্যালয়ে মামলা সংক্রান্ত জটিলতা থাকায় শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে না।